MEITEI JAGOI

Guru Devjani Chalia's
Institute for Manipuri Dance

GLORIOUS 50TH YEAR

Guru Devjani Chalia's
Institute for Manipuri Dance

Registered under the Registration of Societies West Bengal Act XXXVI No S/11406 of 1971-72

47, Uday Sankar Sarani,
Tollygunge, Kolkata-700033

MEITEI JAGOI
50TH
GLORIOUS YEAR

50
GOLDEN YEARS

Meenakshi Basu Aka Debjani Chaliha

By Smt Anuradha Roy,
Former First Lady of Tripura and Meghalaya

MEITEI JAGOI
50TH
GLORIOUS YEAR

My first impression of my first brand new boudi was a gentle and graceful vision of a young woman built slender with long hair parted in the centre and knotted high at the back into a chignon, neat but natural she was soft spoken but obviously cultured.

Much later I was told that although she spoke fluent and unaccented Bangla she was Assamese and an acknowledged danseuse of the classical genre of Manipuri. A large maroon bindi was her signature on her smooth forehead (guag long before it became the ubiquitous dot targeted by the "dot busters" of UK. Even her footsteps were soundless.

As the years flew by we both grew older and closer to each other. The petals of her personality unfolded gradually one by one and I saw that she spoke of general ideas and never judgementally about other people. People whose only positive aspects she saw and appreciated.

Boudi taught me through her example her act, her toilette, her aesthetics.

She focussed on her goal in life, her art and flowed her dreams with single minded devotion. She taught music to abandoned young girls in a charitable institution. She knew our ancient Sanskrit scriptures that she recited when a family member passed away.

Meitei Jagoi was the name of the school of Manipuri dance she founded and paid tribute to her Guruji. Her totality of vision encompassed her duty and affection for all those who came in contact with her.

It is hard to stop describing her so I should draw a conclusion here.

50
GOLDEN YEARS

MEITEI JAGOI
MEITEI JAGOI
50TH
GLORIOUS YEAR
MEITEI JAG

আমাদের মেইতেই জগোই

সুরশ্রী চৌধুরি
অধ্যাপিকা, রসায়ন বিভাগ, বিবেকানন্দ কলেজ, ঠাকুরপুকুর

মেইতেই জগোই'-তে কবে প্রথম গিয়েছিলাম ভুলেই গেছি, বয়সটা যে তিন-কুড়ির আশেপাশে পৌঁছে গেছে এখন। তবে এটা মনে আছে যে, আমাকে নিয়ে যাবার আগেই মা আমার ছোট দুই যমজ বোনকে নিয়ে গিয়েছিলেন সেখানে। 'ঝংকার' নামে একটি উচ্চাঙ্গসঙ্গীত সমিতি-র অনুষ্ঠানে মণিপুরী নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী দেবযানী চালিহা'র নাচ দেখে মা মুগ্ধ হয়েছিলেন। তারপরই খোঁজখবর করে মেয়েদের নিয়ে যান কেয়াতলা লেন এর সেই সুন্দর বাগান-ওয়ালা তিনতলা বাড়িটায়, যেখানে তিনি নাচ শেখাতেন। স্কুল-ফেরত আমিও কখনো সখনো মা'র সঙ্গে যেতাম। আমি তখন গান শিখতাম। আগে একজায়গায় নাচও শিখতে শুরু করেছিলাম বটে, কিন্তু প্রবল শাসনের অভিঘাতে পালিয়ে এসেছিলাম কিছুদিন শিখেই। বোনেদের নাচের ক্লাস দেখলাম একেবারেই অন্যরকম। দেবদারুর মত দীর্ঘাঙ্গী, সুন্দরী, সুসজ্জিতা, নরমসরম এক পরীর মতো এখানকার শিক্ষিকা। ভুলভাল এলোমেলো কিছু করলে বড়োজোর থামিয়ে দিয়ে আবার করতে বলেন। বারবার একই ভুল হলেও বকুনি নয়। বরং আসন ছেড়ে উঠে এসে দেখিয়ে দেওয়া, একবার, দুবার....যতোবার দরকার। কয়েকদিন গিয়েই মা'কে বললাম আমিও এখানে শিখতে চাই। ব্যাস, সেই থেকে শুরু হলো প্রায় পনেরো বছরব্যাপী এক আনন্দময় অধ্যায়ের। নানান কারনে আমার শেখায় যতি পড়েছে তার পরে। কিন্তু সেই পরী, যাঁকে আমরা মীণাক্ষীমাসি বলি, আজও সেই অমলিন হাসিমুখ নিয়ে তৈরী থাকেন, যারা শিখতে চায়, তাদের জন্য।

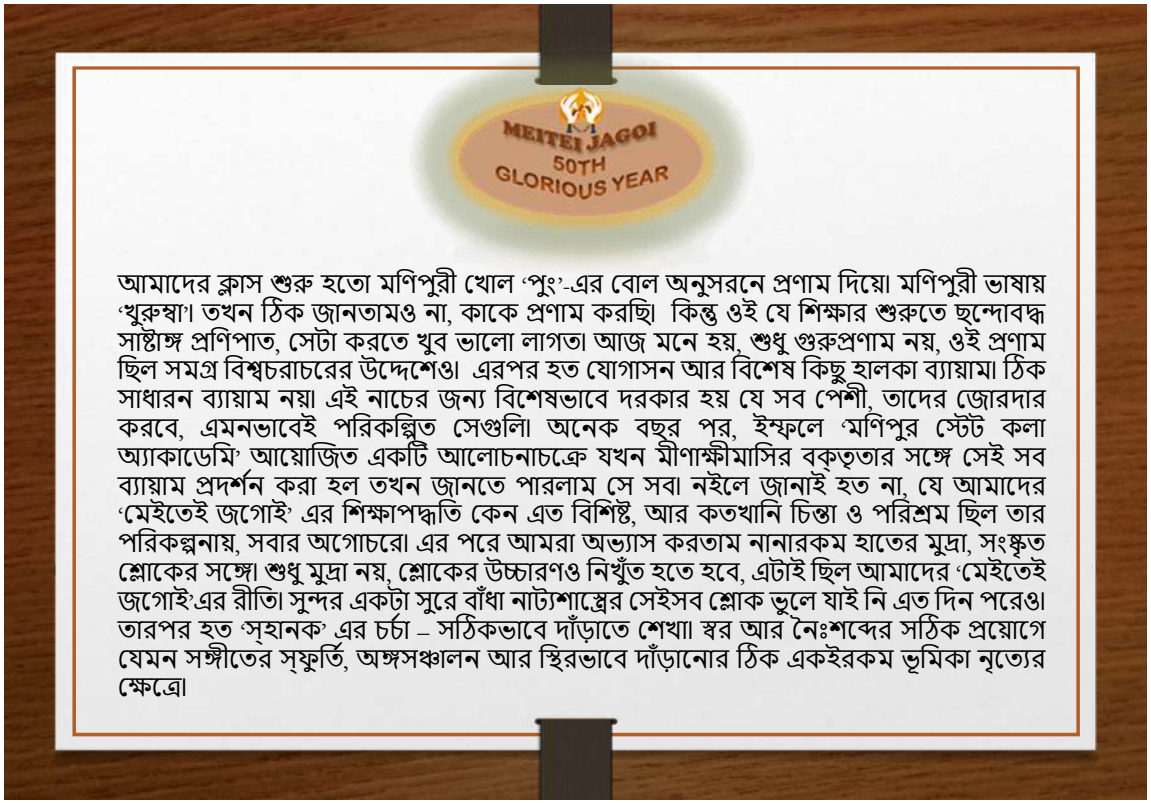

আমাদের ক্লাস শুরু হতো মণিপুরী খোল 'পুং'-এর বোল অনুসরনে প্রণাম দিয়ে। মণিপুরী ভাষায় 'খুরুম্বা'। তখন ঠিক জানতামও না, কাকে প্রণাম করছি। কিন্তু ওই যে শিক্ষার শুরুতে ছন্দোবদ্ধ সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত, সেটা করতে খুব ভালো লাগত। আজ মনে হয়, শুধু গুরুপ্রণাম নয়, ওই প্রণাম ছিল সমগ্র বিশ্বচরাচরের উদ্দেশেও। এরপর হত যোগাসন আর বিশেষ কিছু হালকা ব্যায়াম। ঠিক সাধারন ব্যায়াম নয়। এই নাচের জন্য বিশেষভাবে দরকার হয় যে সব পেশী, তাদের জোরদার করবে, এমনভাবেই পরিকল্পিত সেগুলি। অনেক বছর পর, ইম্ফলে 'মণিপুর স্টেট কলা অ্যাকাডেমি' আয়োজিত একটি আলোচনাচক্রে যখন মীণাক্ষীমাসির বক্তৃতার সঙ্গে সেই সব ব্যায়াম প্রদর্শন করা হল তখন জানতে পারলাম সে সব। নইলে জানাই হত না, যে আমাদের 'মেইতেই জগোই' এর শিক্ষাপদ্ধতি কেন এত বিশিষ্ট, আর কতখানি চিন্তা ও পরিশ্রম ছিল তার পরিকল্পনায়, সবার অগোচরে। এর পরে আমরা অভ্যাস করতাম নানারকম হাতের মুদ্রা, সংস্কৃত শ্লোকের সঙ্গে। শুধু মুদ্রা নয়, শ্লোকের উচ্চারণও নিখুঁত হতে হবে, এটাই ছিল আমাদের 'মেইতেই জগোই'এর রীতি। সুন্দর একটা সুরে বাঁধা নাট্যশাস্ত্রের সেইসব শ্লোক ভুলে যাই নি এত দিন পরেও। তারপর হত 'স্হানক' এর চর্চা – সঠিকভাবে দাঁড়াতে শেখা। স্বর আর নৈঃশব্দের সঠিক প্রয়োগে যেমন সঙ্গীতের স্ফুর্তি, অঙ্গসঞ্চালন আর স্থিরভাবে দাঁড়ানোর ঠিক একইরকম ভূমিকা নৃত্যের ক্ষেত্রে।

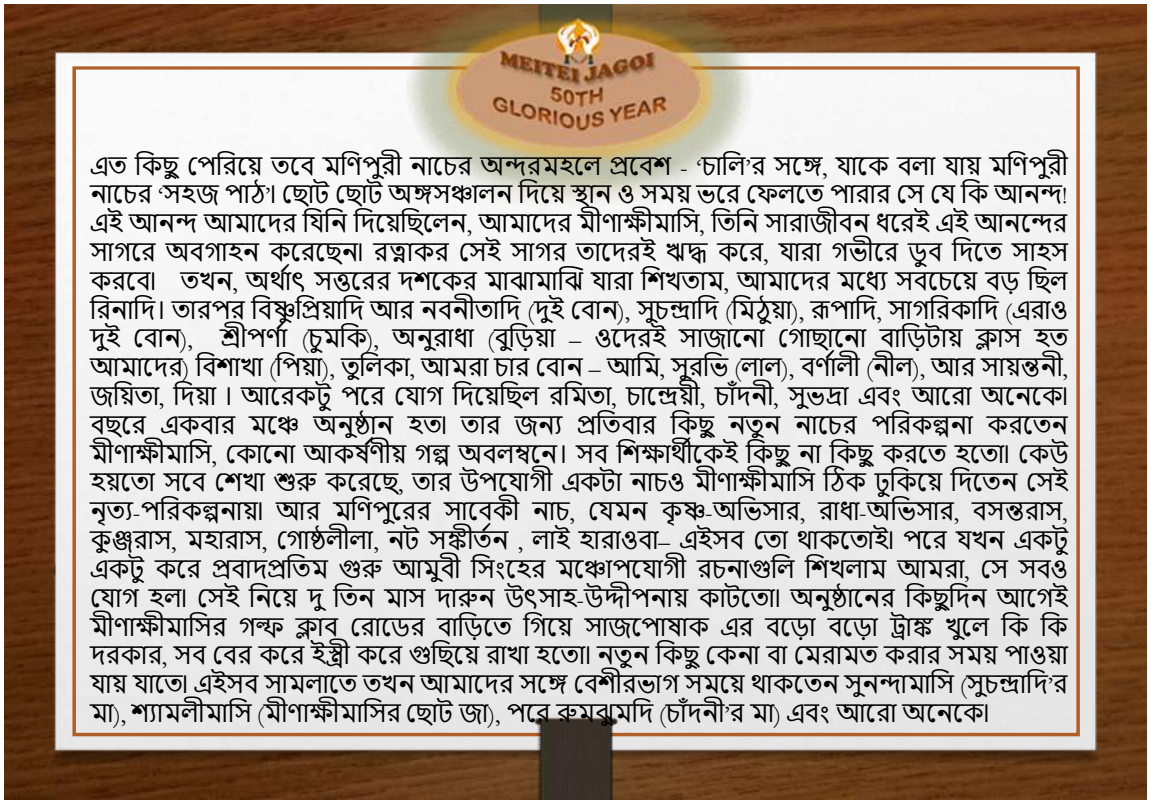

এত কিছু পেরিয়ে তবে মণিপুরী নাচের অন্দরমহলে প্রবেশ - 'চালি'র সঙ্গে, যাকে বলা যায় মণিপুরী নাচের 'সহজ পাঠ'। ছোট ছোট অঙ্গসঞ্চালন দিয়ে স্থান ও সময় ভরে ফেলতে পারার সে যে কি আনন্দ! এই আনন্দ আমাদের যিনি দিয়েছিলেন, আমাদের মীণাক্ষীমাসি, তিনি সারাজীবন ধরেই এই আনন্দের সাগরে অবগাহন করেছেন। রত্নাকর সেই সাগর তাদেরই ঋদ্ধ করে, যারা গভীরে ডুব দিতে সাহস করবে। তখন, অর্থাৎ সত্তরের দশকের মাঝামাঝি যারা শিখতাম, আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিল রিনাদি। তারপর বিষ্ণুপ্রিয়াদি আর নবনীতাদি (দুই বোন), সুচন্দ্রাদি (মিঠুয়া), রূপাদি, সাগরিকাদি (এরাও দুই বোন), শ্রীপর্ণা (চুমকি), অনুরাধা (বুড়িয়া – ওদেরই সাজানো গোছানো বাড়িটায় ক্লাস হত আমাদের) বিশাখা (পিয়া), তুলিকা, আমরা চার বোন – আমি, সুরভি (লাল), বর্ণালী (নীল), আর সায়ন্তনী, জয়িতা, দিয়া । আরেকটু পরে যোগ দিয়েছিল রমিতা, চান্দ্রেয়ী, চাঁদনী, সুভদ্রা এবং আরো অনেকে। বছরে একবার মঞ্চে অনুষ্ঠান হত। তার জন্য প্রতিবার কিছু নতুন নাচের পরিকল্পনা করতেন মীণাক্ষীমাসি, কোনো আকর্ষণীয় গল্প অবলম্বনে। সব শিক্ষার্থীকেই কিছু না কিছু করতে হতো। কেউ হয়তো সবে শেখা শুরু করেছে, তার উপযোগী একটা নাচও মীণাক্ষীমাসি ঠিক ঢুকিয়ে দিতেন সেই নৃত্য-পরিকল্পনায়। আর মণিপুরের সাবেকী নাচ, যেমন কৃষ্ণ-অভিসার, রাধা-অভিসার, বসন্তরাস, কুঞ্জরাস, মহারাস, গোষ্ঠলীলা, নট সঙ্কীর্তন , লাই হারাওবা– এইসব তো থাকতোই। পরে যখন একটু একটু করে প্রবাদপ্রতিম গুরু আমুবী সিংহের মঞ্চোপযোগী রচনাগুলি শিখলাম আমরা, সে সবও যোগ হল। সেই নিয়ে দু তিন মাস দারুন উৎসাহ-উদ্দীপনায় কাটতো। অনুষ্ঠানের কিছুদিন আগেই মীণাক্ষীমাসির গল্ফ ক্লাব রোডের বাড়িতে গিয়ে সাজপোষাক এর বড়ো বড়ো ট্রাঙ্ক খুলে কি কি দরকার, সব বের করে ইস্ত্রী করে গুছিয়ে রাখা হতো। নতুন কিছু কেনা বা মেরামত করার সময় পাওয়া যায় যাতে। এইসব সামলাতে তখন আমাদের সঙ্গে বেশীরভাগ সময়ে থাকতেন সুনন্দামাসি (সুচন্দ্রাদি'র মা), শ্যামলীমাসি (মীণাক্ষীমাসির ছোট জা), পরে রুমঝুমদি (চাঁদনী'র মা) এবং আরো অনেকে।

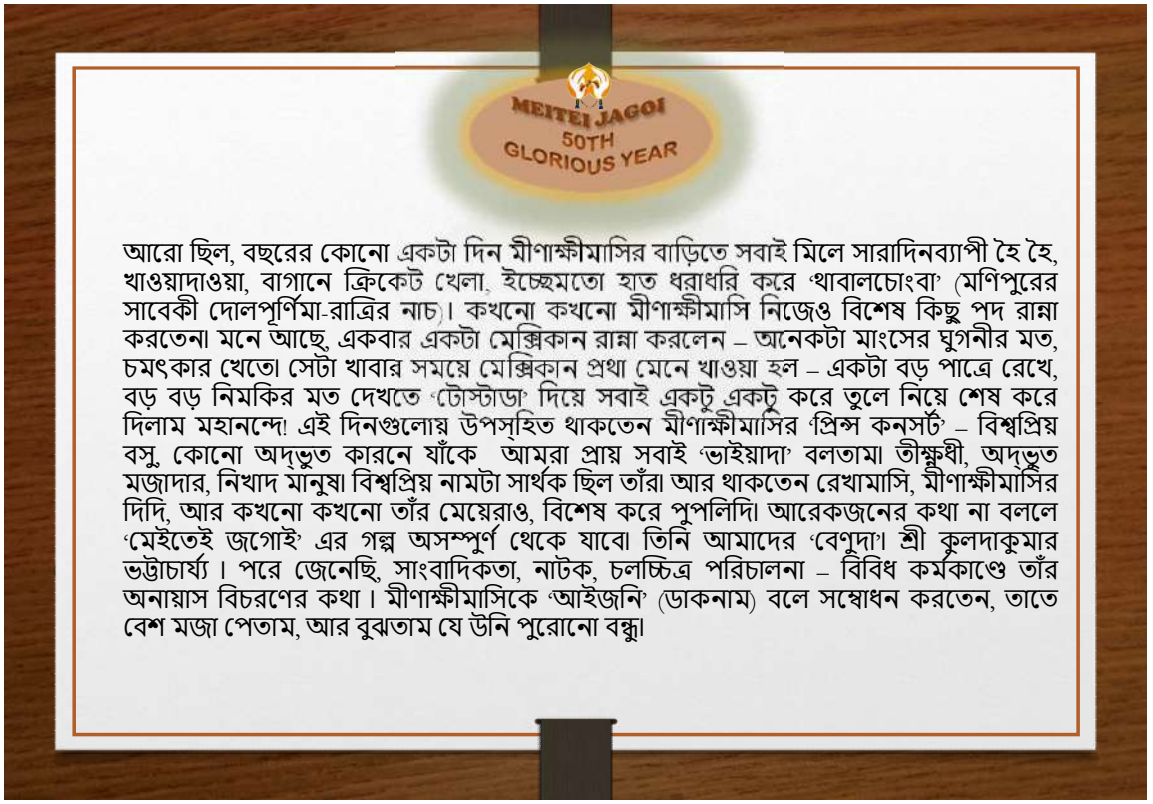

আরো ছিল, বছরের কোনো একটা দিন মীণাক্ষীমাসির বাড়িতে সবাই মিলে সারাদিনব্যাপী হৈ হৈ, খাওয়াদাওয়া, বাগানে ক্রিকেট খেলা, ইচ্ছেমতো হাত ধরাধরি করে 'থাবালচোংবা' (মণিপুরের সাবেকী দোলপূর্ণিমা-রাত্রির নাচ)। কখনো কখনো মীণাক্ষীমাসি নিজেও বিশেষ কিছু পদ রান্না করতেন। মনে আছে, একবার একটা মেক্সিকান রান্না করলেন – অনেকটা মাংসের ঘুগনীর মত, চমৎকার খেতে। সেটা খাবার সময়ে মেক্সিকান প্রথা মেনে খাওয়া হল – একটা বড় পাত্রে রেখে, বড় বড় নিমকির মত দেখতে 'টোস্টাডা' দিয়ে সবাই একটু একটু করে তুলে নিয়ে শেষ করে দিলাম মহানন্দে! এই দিনগুলোয় উপস্হিত থাকতেন মীণাক্ষীমাসির 'প্রিন্স কনসর্ট' – বিশ্বপ্রিয় বসু, কোনো অদ্ভুত কারনে যাঁকে আমরা প্রায় সবাই 'ভাইয়াদা' বলতাম। তীক্ষ্ণধী, অদ্ভুত মজাদার, নিখাদ মানুষ। বিশ্বপ্রিয় নামটা সার্থক ছিল তাঁর। আর থাকতেন রেখামাসি, মীণাক্ষীমাসির দিদি, আর কখনো কখনো তাঁর মেয়েরাও, বিশেষ করে পুপলিদি। আরেকজনের কথা না বললে 'মেইতেই জগোই' এর গল্প অসম্পুর্ণ থেকে যাবে। তিনি আমাদের 'বেণুদা'। শ্রী কুলদাকুমার ভট্টাচার্য্য । পরে জেনেছি, সাংবাদিকতা, নাটক, চলচ্চিত্র পরিচালনা – বিবিধ কর্মকাণ্ডে তাঁর অনায়াস বিচরণের কথা । মীণাক্ষীমাসিকে 'আইজনি' (ডাকনাম) বলে সম্বোধন করতেন, তাতে বেশ মজা পেতাম, আর বুঝতাম যে উনি পুরোনো বন্ধু।

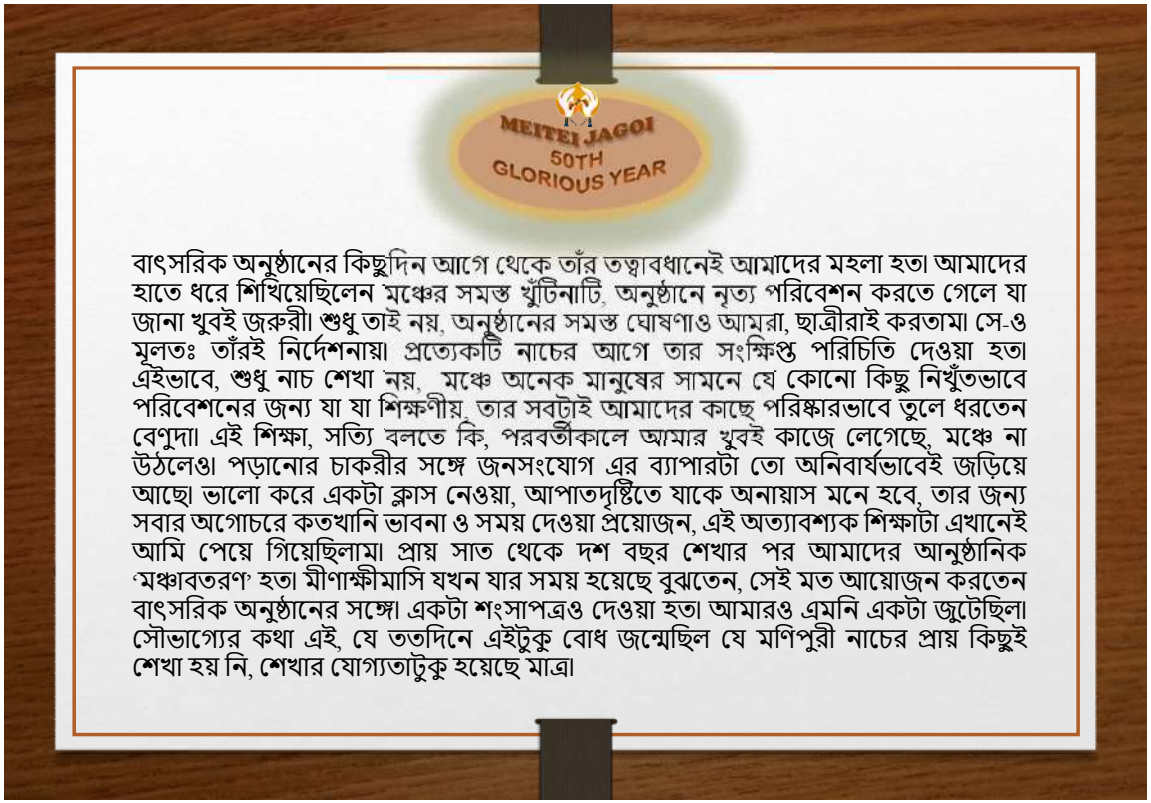

বাৎসরিক অনুষ্ঠানের কিছুদিন আগে থেকে তাঁর তত্ত্বাবধানেই আমাদের মহলা হত। আমাদের হাতে ধরে শিখিয়েছিলেন মঞ্চের সমস্ত খুঁটিনাটি, অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করতে গেলে যা জানা খুবই জরুরী। শুধু তাই নয়, অনুষ্ঠানের সমস্ত ঘোষণাও আমরা, ছাত্রীরাই করতাম। সে-ও মূলতঃ তাঁরই নির্দেশনায়। প্রত্যেকটি নাচের আগে তার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া হত। এইভাবে, শুধু নাচ শেখা নয়, মঞ্চে অনেক মানুষের সামনে যে কোনো কিছু নিখুঁতভাবে পরিবেশনের জন্য যা যা শিক্ষণীয়, তার সবটাই আমাদের কাছে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরতেন বেণুদা। এই শিক্ষা, সত্যি বলতে কি, পরবর্তীকালে আমার খুবই কাজে লেগেছে, মঞ্চে না উঠলেও। পড়ানোর চাকরীর সঙ্গে জনসংযোগ এর ব্যাপারটা তো অনিবার্যভাবেই জড়িয়ে আছে। ভালো করে একটা ক্লাস নেওয়া, আপাতদৃষ্টিতে যাকে অনায়াস মনে হবে, তার জন্য সবার অগোচরে কতখানি ভাবনা ও সময় দেওয়া প্রয়োজন, এই অত্যাবশ্যক শিক্ষাটা এখানেই আমি পেয়ে গিয়েছিলাম। প্রায় সাত থেকে দশ বছর শেখার পর আমাদের আনুষ্ঠানিক 'মঞ্চাবতরণ' হত। মীণাক্ষীমাসি যখন যার সময় হয়েছে বুঝতেন, সেই মত আয়োজন করতেন বাৎসরিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে। একটা শংসাপত্রও দেওয়া হত। আমারও এমনি একটা জুটেছিল। সৌভাগ্যের কথা এই, যে ততদিনে এইটুকু বোধ জন্মেছিল যে মণিপুরী নাচের প্রায় কিছুই শেখা হয় নি, শেখার যোগ্যতাটুকু হয়েছে মাত্র।

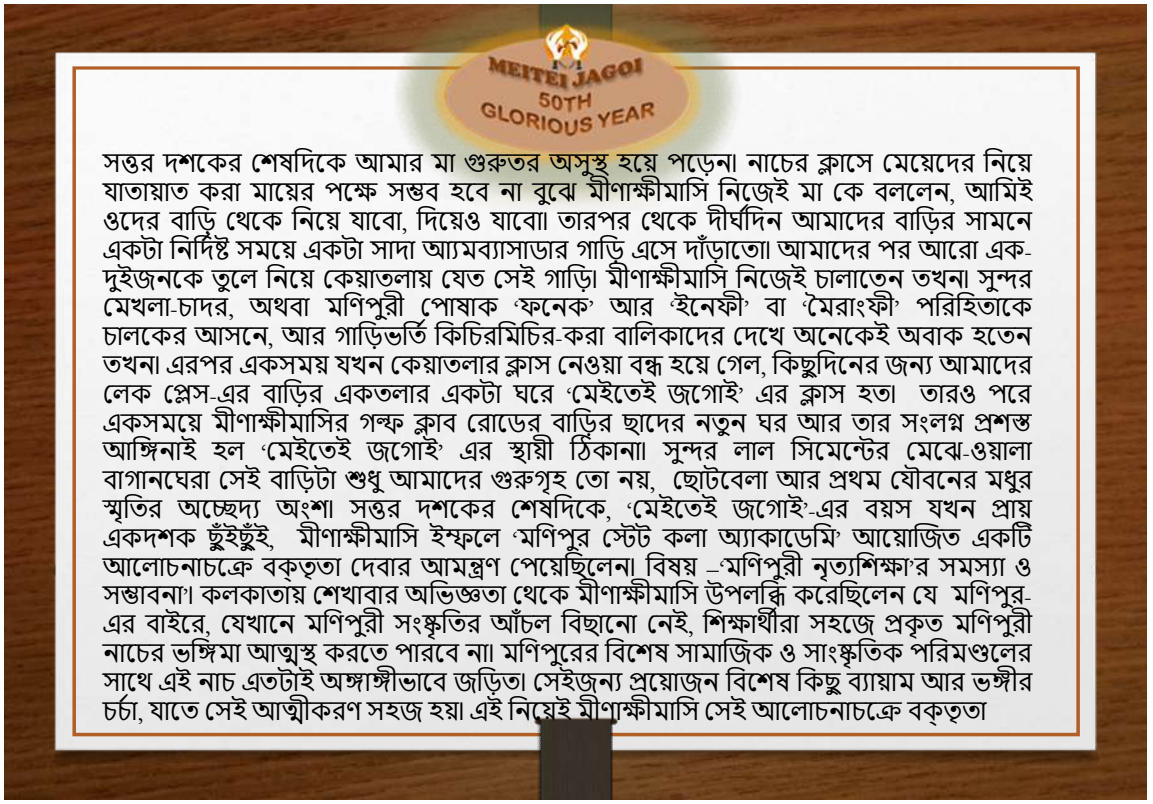

সত্তর দশকের শেষদিকে আমার মা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। নাচের ক্লাসে মেয়েদের নিয়ে যাতায়াত করা মায়ের পক্ষে সম্ভব হবে না বুঝে মীণাক্ষীমাসি নিজেই মা কে বললেন, আমিই ওদের বাড়ি থেকে নিয়ে যাবো, দিয়েও যাবো। তারপর থেকে দীর্ঘদিন আমাদের বাড়ির সামনে একটা নির্দিষ্ট সময়ে একটা সাদা অ্যামব্যাসাডার গাড়ি এসে দাঁড়াতো। আমাদের পর আরো এক-দুইজনকে তুলে নিয়ে কেয়াতলায় যেত সেই গাড়ি। মীণাক্ষীমাসি নিজেই চালাতেন তখন। সুন্দর মেখলা-চাদর, অথবা মণিপুরী পোষাক ‘ফনেক’ আর ‘ইনেফী’ বা ‘মৈরাংফী’ পরিহিতাকে চালকের আসনে, আর গাড়িভর্তি কিচিরমিচির-করা বালিকাদের দেখে অনেকেই অবাক হতেন তখন। এরপর একসময় যখন কেয়াতলার ক্লাস নেওয়া বন্ধ হয়ে গেল, কিছুদিনের জন্য আমাদের লেক প্লেস-এর বাড়ির একতলার একটা ঘরে ‘মেইতেই জগোই’ এর ক্লাস হত। তারও পরে একসময়ে মীণাক্ষীমাসির গল্ফ ক্লাব রোডের বাড়ির ছাদের নতুন ঘর আর তার সংলগ্ন প্রশস্ত আঙ্গিনাই হল ‘মেইতেই জগোই’ এর স্থায়ী ঠিকানা। সুন্দর লাল সিমেন্টের মেঝে-ওয়ালা বাগানঘেরা সেই বাড়িটা শুধু আমাদের গুরুগৃহ তো নয়, ছোটবেলা আর প্রথম যৌবনের মধুর স্মৃতির অচ্ছেদ্য অংশ। সত্তর দশকের শেষদিকে, ‘মেইতেই জগোই’-এর বয়স যখন প্রায় একদশক ছুঁইছুঁই, মীণাক্ষীমাসি ইম্ফলে ‘মণিপুর স্টেট কলা অ্যাকাডেমি’ আয়োজিত একটি আলোচনাচক্রে বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। বিষয় –‘মণিপুরী নৃত্যশিক্ষা’র সমস্যা ও সম্ভাবনা’। কলকাতায় শেখাবার অভিজ্ঞতা থেকে মীণাক্ষীমাসি উপলব্ধি করেছিলেন যে মণিপুর-এর বাইরে, যেখানে মণিপুরী সংস্কৃতির আঁচল বিছানো নেই, শিক্ষার্থীরা সহজে প্রকৃত মণিপুরী নাচের ভঙ্গিমা আত্মস্থ করতে পারবে না। মণিপুরের বিশেষ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সাথে এই নাচ এতটাই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সেইজন্য প্রয়োজন বিশেষ কিছু ব্যায়াম আর ভঙ্গীর চর্চা, যাতে সেই আত্মীকরণ সহজ হয়। এই নিয়েই মীণাক্ষীমাসি সেই আলোচনাচক্রে বক্তৃতা

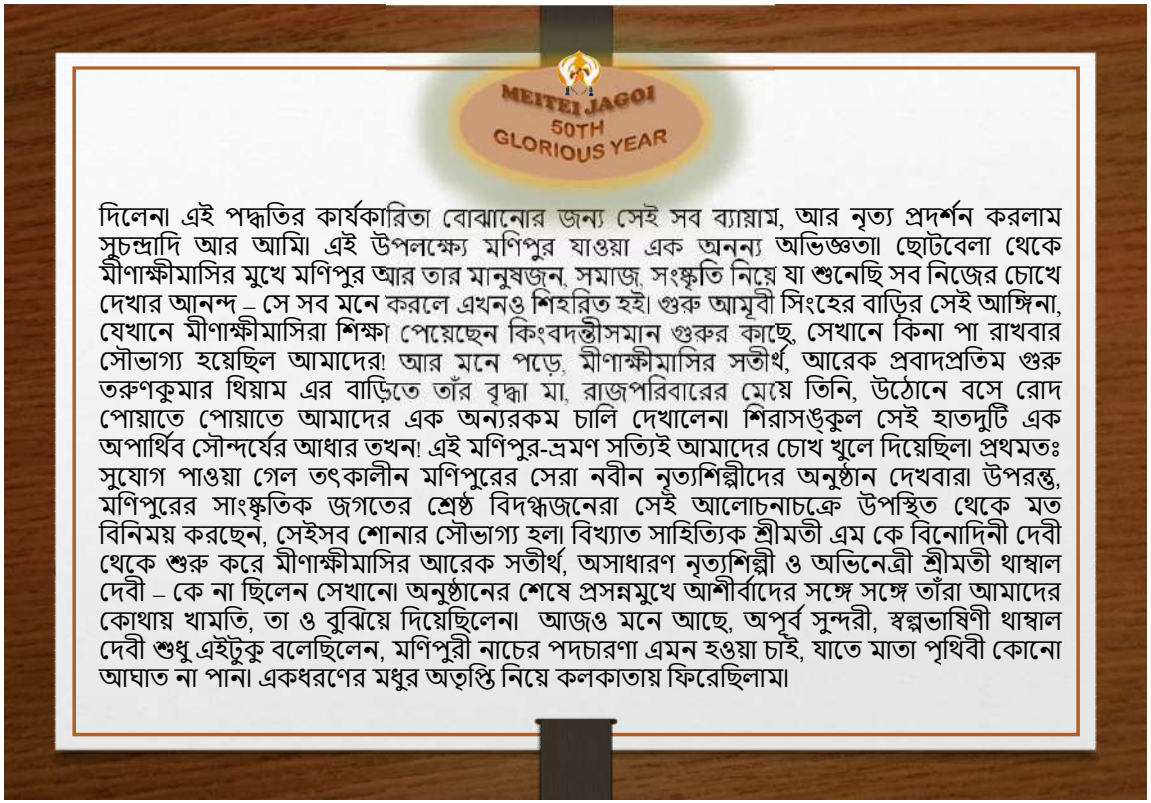

দিলেন। এই পদ্ধতির কার্যকারিতা বোঝানোর জন্য সেই সব ব্যায়াম, আর নৃত্য প্রদর্শন করলাম সুচন্দ্রাদি আর আমি। এই উপলক্ষ্যে মণিপুর যাওয়া এক অনন্য অভিজ্ঞতা। ছোটবেলা থেকে মীণাক্ষীমাসির মুখে মণিপুর আর তার মানুষজন, সমাজ, সংস্কৃতি নিয়ে যা শুনেছি সব নিজের চোখে দেখার আনন্দ – সে সব মনে করলে এখনও শিহরিত হই। গুরু আমুবী সিংহের বাড়ির সেই আঙ্গিনা, যেখানে মীণাক্ষীমাসিরা শিক্ষা পেয়েছেন কিংবদন্তীসমান গুরুর কাছে, সেখানে কিনা পা রাখবার সৌভাগ্য হয়েছিল আমাদের! আর মনে পড়ে, মীণাক্ষীমাসির সতীর্থ, আরেক প্রবাদপ্রতিম গুরু তরুণকুমার থিয়াম এর বাড়িতে তাঁর বৃদ্ধা মা, রাজপরিবারের মেয়ে তিনি, উঠোনে বসে রোদ পোয়াতে পোয়াতে আমাদের এক অন্যরকম চালি দেখালেন। শিরাসঙ্কুল সেই হাতদুটি এক অপার্থিব সৌন্দর্যের আধার তখন! এই মণিপুর-ভ্রমণ সত্যিই আমাদের চোখ খুলে দিয়েছিল। প্রথমতঃ সুযোগ পাওয়া গেল তৎকালীন মণিপুরের সেরা নবীন নৃত্যশিল্পীদের অনুষ্ঠান দেখবার। উপরন্তু, মণিপুরের সাংস্কৃতিক জগতের শ্রেষ্ঠ বিদগ্ধজনেরা সেই আলোচনাচক্রে উপস্থিত থেকে মত বিনিময় করছেন, সেইসব শোনার সৌভাগ্য হল। বিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীমতী এম কে বিনোদিনী দেবী থেকে শুরু করে মীণাক্ষীমাসির আরেক সতীর্থ, অসাধারণ নৃত্যশিল্পী ও অভিনেত্রী শ্রীমতী থাম্বাল দেবী – কে না ছিলেন সেখানে। অনুষ্ঠানের শেষে প্রসন্নমুখে আশীর্বাদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা আমাদের কোথায় খামতি, তা ও বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। আজও মনে আছে, অপূর্ব সুন্দরী, স্বল্পভাষিণী থাম্বাল দেবী শুধু এইটুকু বলেছিলেন, মণিপুরী নাচের পদচারণা এমন হওয়া চাই, যাতে মাতা পৃথিবী কোনো আঘাত না পান। একধরণের মধুর অতৃপ্তি নিয়ে কলকাতায় ফিরেছিলাম।

MEITEI JAGOI
50TH
GLORIOUS YEAR

সত্তর দশকের শেষদিক থেকে মীণাক্ষীমাসি আরেকটা নতুন ধরনের কাজ শুরু করলেন। গল্ফ ক্লাব রোডের কাছেই টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপো আর প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোডের মাঝে একটা বড় অঞ্চল ছিল (এবং আজও আছে) গরীব খেটে-খাওয়া মানুষজনের বস্তি। মীণাক্ষীমাসির দিদি রেখামাসি এই পরিবারগুলোর স্কুল-ছুট বাচ্চাদের জন্য একটা অপ্রথাগত স্কুল চালাতেন নিজের বাড়িতেই, যেটা 'মেইতেই জগোই'-এর বাড়ির ঠিক পিছনেই। এই স্কুলের বাচ্চাদের নাচ শেখানোর দায়িত্ব নিলেন মীণাক্ষীমাসি। বেশ কিছুদিন শেখার পর এদের মধ্যে যারা বেশী উৎসাহী - রাজু, চায়না, টিনা, আরো অনেকে যোগ দিয়েছিল 'মেইতেই জগোই'-তে। ততদিনে 'মেইতেই জগোই'তে পুং-বাদক হিসেবে ইম্ফল থেকে এসে দাদা মানাও সিংহ যোগ দিয়েছেন বছরের বেশিরভাগ সময় কলকাতায় গল্ফ ক্লাব রোডের বাড়িতে থাকেন। তখনকার সমস্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে একমাত্র রাজুই পুং বাজাতে শিখেছিল। সেই কারনে (আর হয়তো একমাত্র 'পুং' হবার কারনেও) দাদা মানাও-এর বিশেষ স্নেহের পাত্র হয়ে উঠেছিল সে। অনুষ্ঠানের দিন যত্ন করে রাজুকে সুন্দর সাদা পাগড়ী পরিয়ে সাজিয়ে দিতেন দাদা মানাও, সে কথা মনে পড়ে। আশির দশকের শুরুতে মীণাক্ষীমাসি দুটি 'ব্যালে'র পরিকল্পনা করে মঞ্চস্হ করেছিলেন। একটি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু-র জীবন ও দর্শন অবলম্বনে - 'গৌরাঙ্গলীলা', আরেকটি হল 'মহাশ্বেতা' – বাণভট্টের 'কাদম্বরী' কাব্যের একটি অপূর্ব গল্প অবলম্বনে। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল, অন্য অনেকের সঙ্গে তাদের প্রস্তুতিপর্বে জড়িত থাকার। গল্ফ ক্লাব রোডের বাড়িতে একতলার একটি ঘরে মহলা হত। আমরা বেশিরভাগই স্কুলে পড়ি তখনো। গ্রীষ্মের ছুটির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলাম, প্রায় সারাদিন ওখানেই পড়ে থাকতাম। ইম্ফল থেকে অনেক গুণীজন এসেছিলেন। তাঁরাও সবাই থাকতেন ওই বাড়িতেই। সারাদিন বাড়ি ভরে থাকতো 'পুং' আর 'পেনা' র আওয়াজে, মণিপুরী ভাষার কথোপকথনে। কলকাতার বুকে একটুকরো মণিপুর যেন। নাচের ফাঁকে

ফাঁকে কত না মণি-মুক্তো ছড়িয়ে যেতেন সেইসব শিল্পীরা। সে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা! তখন তো রেকর্ড-করা যন্ত্রানুষঙ্গের যুগ আসেনি। নাচের আনুষঙ্গিক বাজনা ও গানের শিল্পীরা সবাই মঞ্চের একপ্রান্তে বসতেন। ওই সময়ে সেতারবাদনে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিতেন মীণাক্ষীমাসির প্রয়াতা মা, দেববালা চালিহা। ছোটোখাটো নরমসরম মানুষ। আচার আচরণে, অনুচ্চকণ্ঠে মিষ্টি কথায় আভিজাত্যের প্রতিমূর্তি যেন।

এইভাবেই মীণাক্ষীমাসি সবসময়ে চেষ্টা করতেন ভালো শিল্পীদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার, তাঁদের কাছে শেখার সুযোগ করে দেওয়ার। এমনি আরো একটি অনন্য অভিজ্ঞতা কাবুই নাগা নৃত্যের বিখ্যাত শিল্পী, শ্রী আবুই কাবুই-এর কাছে তাঁর দু-তিনদিনের কলকাতা সফরের ফাঁকে নাগা নাচ শেখা। অলঙ্কারবিহীন সেই নাচের সৌষ্ঠব মুগ্ধ করেছিল আমাদের।আশি'র দশকে কোনো একটা সময়ে মীণাক্ষীমাসি মণিপুরী নাচের নোটেশন করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বিদেশী ব্যালে নাচের জন্য অনেকদিন আগে থেকেই কোরিওগ্রাফাররা নোটেশন ব্যবহার করতেন। শিক্ষার্থীদের নাচ মনে রাখার প্রয়োজন ছাড়াও, অনেক নতুন ব্যালের পরিকল্পনা করতে গিয়ে তাঁর মনে হয়েছিল এটা করতে পারলে কাজের সুবিধা হবে। অনেকদূর এগিয়েছিল সেই কাজ, কিন্তু তার কিছুদিনের মধ্যে ভিডিও রেকর্ডিং এর প্রযুক্তি চলে আসায় হয়ত সেই তাগিদ আর থাকে নি।

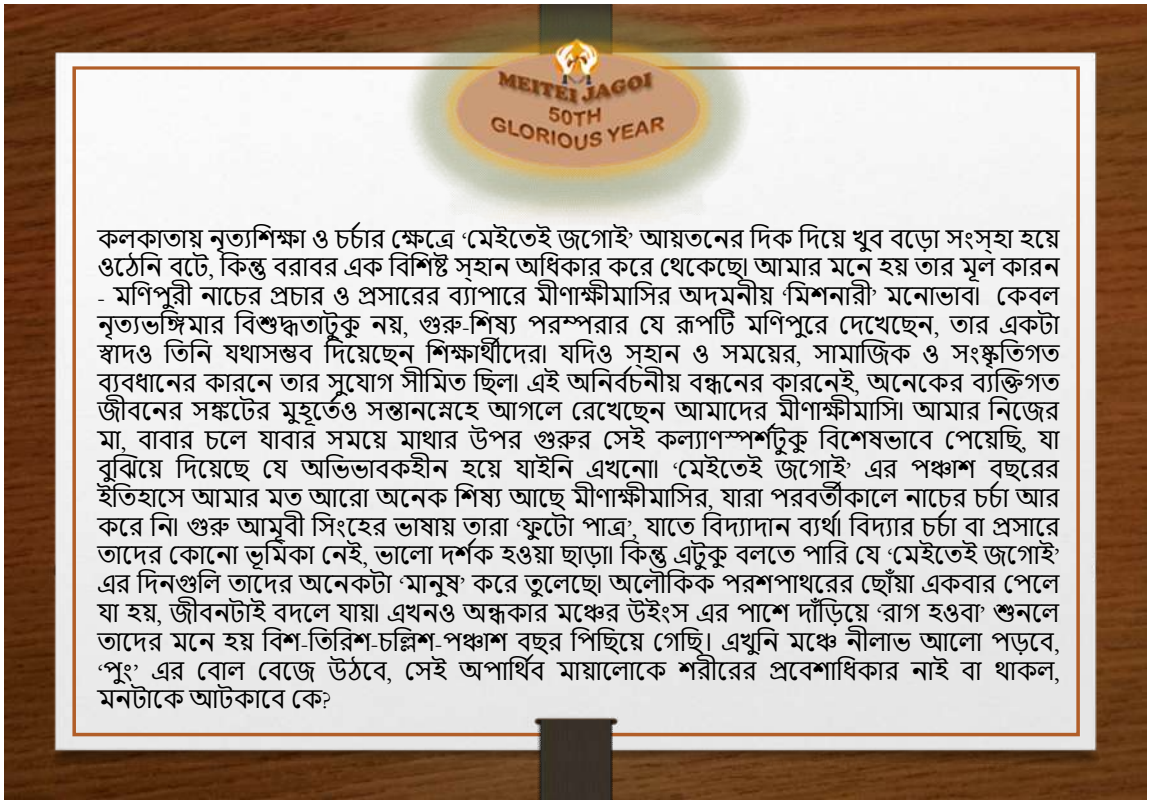

কলকাতায় নৃত্যশিক্ষা ও চর্চার ক্ষেত্রে ‘মেইতেই জগোই’ আয়তনের দিক দিয়ে খুব বড়ো সংস্হা হয়ে ওঠেনি বটে, কিন্তু বরাবর এক বিশিষ্ট স্হান অধিকার করে থেকেছে। আমার মনে হয় তার মূল কারন - মণিপুরী নাচের প্রচার ও প্রসারের ব্যাপারে মীণাক্ষীমাসির অদমনীয় ‘মিশনারী’ মনোভাব। কেবল নৃত্যভঙ্গিমার বিশুদ্ধতাটুকু নয়, গুরু-শিষ্য পরম্পরার যে রূপটি মণিপুরে দেখেছেন, তার একটা স্বাদও তিনি যথাসম্ভব দিয়েছেন শিক্ষার্থীদের। যদিও স্হান ও সময়ের, সামাজিক ও সংস্কৃতিগত ব্যবধানের কারনে তার সুযোগ সীমিত ছিল। এই অনির্বচনীয় বন্ধনের কারনেই, অনেকের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্কটের মুহূর্তেও সন্তানস্নেহে আগলে রেখেছেন আমাদের মীণাক্ষীমাসি। আমার নিজের মা, বাবার চলে যাবার সময়ে মাথার উপর গুরুর সেই কল্যাণস্পর্শটুকু বিশেষভাবে পেয়েছি, যা বুঝিয়ে দিয়েছে যে অভিভাবকহীন হয়ে যাইনি এখনো। ‘মেইতেই জগোই’ এর পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসে আমার মত আরো অনেক শিষ্য আছে মীণাক্ষীমাসির, যারা পরবর্তীকালে নাচের চর্চা আর করে নি। গুরু আমুবী সিংহের ভাষায় তারা ‘ফুটো পাত্র’, যাতে বিদ্যাদান ব্যর্থ। বিদ্যার চর্চা বা প্রসারে তাদের কোনো ভূমিকা নেই, ভালো দর্শক হওয়া ছাড়া। কিন্তু এটুকু বলতে পারি যে ‘মেইতেই জগোই’ এর দিনগুলি তাদের অনেকটা ‘মানুষ’ করে তুলেছে। অলৌকিক পরশপাথরের ছোঁয়া একবার পেলে যা হয়, জীবনটাই বদলে যায়। এখনও অন্ধকার মঞ্চের উইংস এর পাশে দাঁড়িয়ে ‘রাগ হওবা’ শুনলে তাদের মনে হয় বিশ-তিরিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে গেছি। এখুনি মঞ্চে নীলাভ আলো পড়বে, ‘পুং’ এর বোল বেজে উঠবে, সেই অপার্থিব মায়ালোকে শরীরের প্রবেশাধিকার নাই বা থাকল, মনটাকে আটকাবে কে?

MEITEI JAGOI
50TH
GLORIOUS YEAR
50
GOLDEN YEARS

নৃত্য ও আমি

সায়ন্তনী চৌধুরী

ছোটবেলা থেকেই আমি নাচতে ভালবাসতাম। মণিপুরী নৃত্যটাই ভাল লাগত কারণ এই নাচের চলাফেরা বা হাত-পা নাড়ার মধ্যে কামভাবের কোন জায়গা নেই। চটুলতার তো নয়ই। আর ওঝা আমুবীর নৃত্যশৈলীর শরীরি ভাষার মধ্যে একটা আভিজাত্য আছে, একটা সংযম ও সূক্ষ্মতা আছে। কোমরের কোন হাল্কা বা কামভাবপূর্ণ নাড়ানো নেই (এটা অবশ্য ধ্রুপদী মণিপুরী নৃত্যের কোথাওই নেই)। এইগুলো ছোট বয়স থেকেই আমাকে আকর্ষণ করা আরম্ভ করে। তখন তো যথেষ্ট ছোট, তাই এত বিশ্লেষণ করতে পারিনি। চটুল, কামভাবপূর্ণ নাচের শরীরি ভাষা একরকম, যে নাচে কোন কামভাব নেই তার শরীরি ভাষা আরেক রকম। এই তফাৎ একটু বড় হওয়ার পর বুঝতে পারলাম। ওঝা আমুবী সিং-এর নৃত্যশৈলী সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারলাম। পরে যখন নাচ নিয়ে স্নাতকোত্তর পড়ছি তখন এটাও পড়েছি যে শিল্পপদবাচ্য হতে গেলে কোন নৃত্যকে জাগতিক বা ইন্দ্রিয়জ সুখের উর্ধে উঠে তৃপ্তি দিতে হবে। যার নাম আনন্দ। কামভাবপূর্ণ শিল্প প্রকৃতপক্ষে শিল্প কিনা সে প্রশ্নে যাচ্ছি না, কারণ এখানে সে প্রসঙ্গ অবান্তর। গুরু দেবযানী চালিহা ওঝা আমুবীর থেকে শিখে নিজেও তাঁর নৃত্যশৈলীর ভক্তিভাব, ঘাড় ও হাতের গতির সূক্ষ্মতা, আভিজাত্য, সৌন্দর্য্যের সূক্ষ্মতা এগুলোকে রক্ষা করেছেন ও আমাদের সেগুলো শিখিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন। প্রসঙ্গতঃ বলি, গুরু দেবযানী চালিহার নিজের মধ্যেও একটা আভিজাত্য আছে।ছোটবেলা থেকে শিখেছি মীনাক্ষী মাসির কাছে। তারপর কিছুদিনের জন্য নাচ বন্ধ রাখলাম।

MEITEI JAGOI
50TH
GLORIOUS YEAR

পরে যখন আবার 'মৈতৈ জগৈ'তে গেলাম তখন দেখি একঝাঁক কমবয়সী মেয়ে, ওনার ছাত্রীরা । তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে উঠলো। ঠাট্টা-ইয়ার্কিও হতো। মীনাক্ষী মাসিও সেইসবে অংশ নিতেন। আমরা খুব গোমড়া মুখ করে কৃষ্ণ অভিসার করলে মীনাক্ষীমাসি বলতেন, "অভিসারে আসছো প্যাঁচার মতো মুখ করে ?" আর একবার 'মৈতৈ জগৈ'-এর জুনিয়াররা যখন প্রথম কলেজে ভর্তি হলো তখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাগিং নিয়ে তারা খুব ভয় পাচ্ছিল। তারা বলল যাদবপুরে এইভাবে র‍্যাগিং হয়— সিনিয়াররা একজনকে কৃষ্ণ সাজিয়ে বলে তার চারপাশে রাধা সেজে নাচতে। আমার এক বন্ধু ছিল সে বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওখানে র‍্যাগিং এর সময় নাচতে বললে কৃষ্ণ অভিসার, রাধার অভিসার, বসন্তরাস সব করে দেব।" মীনাক্ষী মাসি এটা শুনে খুব হেসেছিলেন।মীনাক্ষী মাসি আমাদের মণিপুরী নৃত্যশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু জিনিস শিখিয়েছিলেন। যেমন কৃষ্ণের পোষাকটাকে বলা হয় নটবর বেশ। যেহেতু বৈষ্ণব দর্শন অনুযায়ী কৃষ্ণ স্বয়ং পরমাত্মা, তাই কেউ একবার নটবর বেশ পরে ফেললে সে স্বয়ং কৃষ্ণ ছাড়া আর কারোকে প্রণাম করতে পারে না। নিজের গুরুকেও না। আমি ব্যক্তিগতভাবে অজ্ঞেয়বাদী। পরমাত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান। কিন্তু এই নিয়মটা না মানার অর্থ অন্যের ধর্মীয় আবেগে আঘাত দেওয়া। তাই আমি এটা আজও মেনে চলি। উনি আমাদের মণিপুরী সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করতে শিখিয়েছেন। মণিপুরী সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয়ও উনিই আমাদের ঘটিয়েছেন

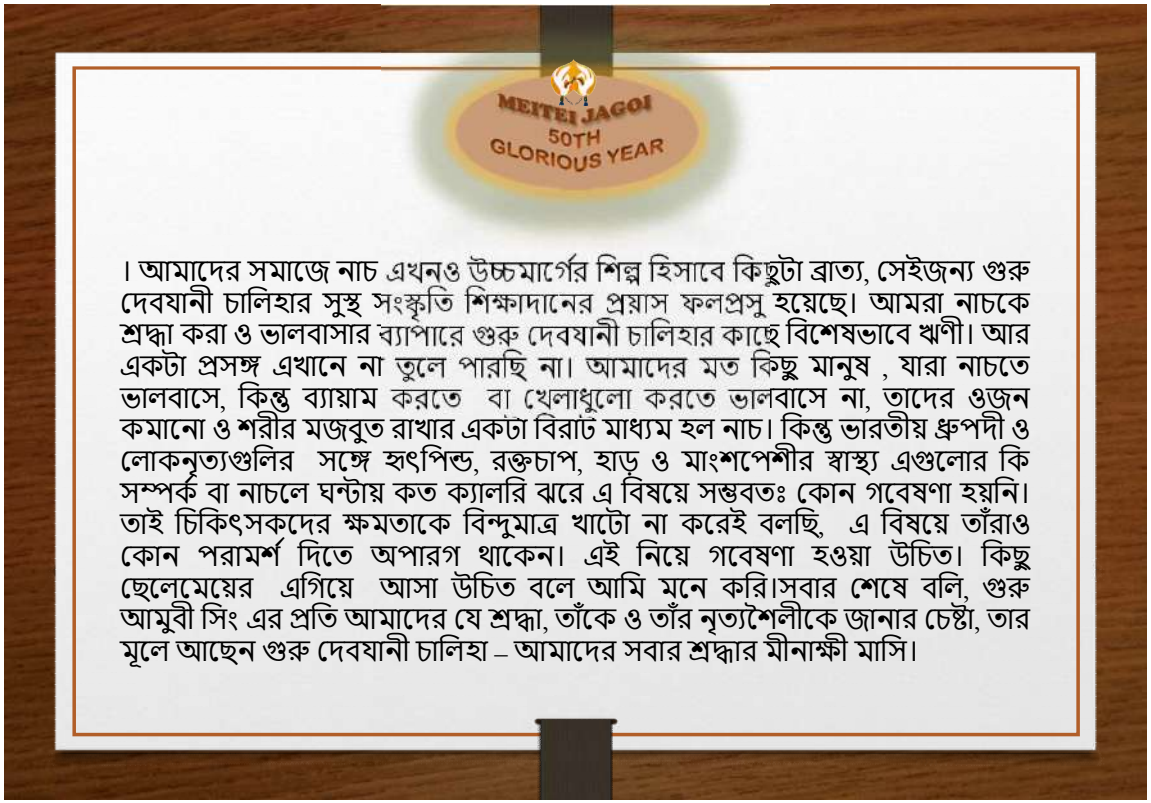

MEITEI JAGOI
50TH
GLORIOUS YEAR

। আমাদের সমাজে নাচ এখনও উচ্চমার্গের শিল্প হিসাবে কিছুটা ব্রাত্য, সেইজন্য গুরু দেবযানী চালিহার সুস্থ সংস্কৃতি শিক্ষাদানের প্রয়াস ফলপ্রসু হয়েছে। আমরা নাচকে শ্রদ্ধা করা ও ভালবাসার ব্যাপারে গুরু দেবযানী চালিহার কাছে বিশেষভাবে ঋণী। আর একটা প্রসঙ্গ এখানে না তুলে পারছি না। আমাদের মত কিছু মানুষ , যারা নাচতে ভালবাসে, কিন্তু ব্যায়াম করতে বা খেলাধুলো করতে ভালবাসে না, তাদের ওজন কমানো ও শরীর মজবুত রাখার একটা বিরাট মাধ্যম হল নাচ। কিন্তু ভারতীয় ধ্রুপদী ও লোকনৃত্যগুলির সঙ্গে হৃৎপিন্ড, রক্তচাপ, হাড় ও মাংশপেশীর স্বাস্থ্য এগুলোর কি সম্পর্ক বা নাচলে ঘন্টায় কত ক্যালরি ঝরে এ বিষয়ে সম্ভবতঃ কোন গবেষণা হয়নি। তাই চিকিৎসকদের ক্ষমতাকে বিন্দুমাত্র খাটো না করেই বলছি, এ বিষয়ে তাঁরাও কোন পরামর্শ দিতে অপারগ থাকেন। এই নিয়ে গবেষণা হওয়া উচিত। কিছু ছেলেমেয়ের এগিয়ে আসা উচিত বলে আমি মনে করি।সবার শেষে বলি, গুরু আমুবী সিং এর প্রতি আমাদের যে শ্রদ্ধা, তাঁকে ও তাঁর নৃত্যশৈলীকে জানার চেষ্টা, তার মূলে আছেন গুরু দেবযানী চালিহা – আমাদের সবার শ্রদ্ধার মীনাক্ষী মাসি।

50
GOLDEN YEARS

50
GOLDEN YEARS

আত্ম জাগরণে আন্টির অবদান

শ্রীদাত্রী নস্করস্নাতক ও
স্নাতকোত্তর, মণিপুরী নৃত্য,
বিশ্ব ভারতী

আমাদের Meitei Jagoi পঞ্চাশ বছর অতিক্রম করেছে। আমি যে এই স্কুলের একজন ছাত্রী থেকে এখন একজন সদস্যা কবে হয়ে উঠলাম সেটা সত্যিই বুঝতে পারিনি। সালটা 2014 তখন জানিও না মণিপুরী নাচটা ঠিক কী রকম? ধারণা বলতে টিভি তে দেখা জি টিভি তে একটা রিয়ালিটি শো তে ,বলিউড গানের সাথে তাল মিলিয়ে মণিপুরী রাধা-কৃষ্ণের পোশাক পরে নাচ। ব্যাস এইটুকুই আমার সাথে যোগসূত্র। 2013 তে সাউথ ক্যালকাটা গার্লস কলেজে সংস্কৃত অনার্স নিয়ে ভর্তি হই, তারপর থেকেই আমার ছোট্ট বেলায় যেই কাকিমার কাছে কথ্থক নাচের হাতেখড়ি, সেই কাকিমা ক্রমাগত বলতে থাকেন " যা নারে অন্য কোথাও ভর্তি হ,কলকাতা তে এত সুবিধে" । যাইহোক অনেক খোঁজখবর নিলাম ,কোথাও কোথাও গেলাম ও কিন্তু বিধি বাম ..মনের মতন যেন কাউকেই পেলাম না, ফলে সময় গড়িয়ে তখন 2014। তখন ঠিক করলাম ,নাহ অনেক হলো আর না, এইবার আমি শিখলে মণিপুরীই শিখবো। মা ও শায় দিলেন। কিন্তু শিখবো কার কাছে হায় কপাল.... তারপর গুগলের সাহায্য নিলাম। আরে বাঃ অনেক মণিপুরি স্কুলতো। ব্যাস ঝটপট ফোন নাম্বার পেয়ে ফোন লাগালাম। কিন্তু আবার ও ঝামেলা যতগুলো নাম্বার ছিল একটা নাম্বার ছাড়া সবই প্রায় স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে , নাহলে মণিপুরী আগে শেখানো হতো এখন আর হয় না। শেষে বিরক্ত হয়ে শেষ নাম্বার টা মাকে দিলাম , বললাম দেখো যদি পাও। তারপর মা খবর দিলেন উনি শেখাবেন কিন্তু পুজোর পর, ওনার বাড়ির কিছু কাজ হচ্ছে তাই। পুজোর পর মাকে নিয়ে চললাম , গন্তব্য পি 21 গলফ ক্লাব রোড, সময় সকাল 9টা। গেটের বাইরে এক অদ্ভুত সুন্দর পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আমাদের অপেক্ষায়। কপালে তাঁর বড় টিপ, লাল টপ, চুলটা এক অদ্ভুত কায়দায় বাঁধা, মুখে সিগ্ধ করা হাসি, তিনি আর কেউ নন তিনি হলেন আমাদের সকলের আন্টি বা কারোর মীনাক্ষী মাসি। আমি নাচ শিখবো কি, ওনাকে দেখেই আমার অর্ধেক নাচ শেখা হয়ে গেছে। তখন সত্যিই আমার মনে হয়েছিল, আমি তো এমনই একজনকে খুঁজছিলাম। যাইহোক নাচের ব্যায়াম দিয়ে শুরু হল। খুবই খারাপ মানের ছাত্রী ছিলাম আমি। শিখতে বড্ড বেশিই সময় লাগত আমার।

আন্টি শুধু নাচ শেখাননি আমাকে, আমার জীবনের গতিটাকেও পরিবর্তন করে দিয়েছেন নিঃশব্দে। আমার সাথেই আর একটি মেয়ে শিখত প্রথমা বলে। একদিন হঠাৎ আন্টি প্রথমা কে বলছেন " হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার পর তুমি যদি চাও নাচ নিয়ে বিশ্ব ভারতী তে ভর্তি হতে পারো" আমি আন্টির এই কথা টি প্রায় লুফে নিয়ে বললাম " আন্টি আমি পারবো ওখানে ভর্তি হতে" তখন আমার সেকেন্ড ইয়ারের ফাইনাল পরীক্ষা সামনে, আন্টি কিছুটা অবাক হয়েই আমার দিকে তাকিয়ে স্মিত হেসে বললেন " হ্যাঁ কেন পারবে না" ব্যাস এই কথার উপর জোর দিয়ে আমি আবারো প্রশ্ন করলাম " ওখানে কি ডবল গ্র্যাজুয়েশন হয়?" আন্টি বললেন "মনে হয়, হয় তবে খবর নিতে হবে"।"

ব্যাস 2015 সালে বিদ্যানন্দ দাদা আসতো নাচ শেখানোর জন্য, দাদা কে জিজ্ঞেস করে সব খবরাখবর নিলাম আর ভরসা পেলাম যে ওখানে ডবল গ্র্যাজুয়েশন হয়। সংস্কৃত অনার্স শেষ করেই 2016 তে আবার নতুনের পথে যাত্রা করলাম মাকে নিয়ে। আবার নতুন করে মণিপুরী নিয়ে জানার আগ্রহে পাড়ি দিলাম শান্তিনিকেতনে। কিন্তু ওখানে গিয়ে নানা রকম ঘাত প্রতিঘাত প্রথম থেকেই পেয়েছি আমি। সব ঝড়ের মধ্যেও আমাকে আমার মা ও আন্টি সেই ঝড়ে বিলীন হয়ে যেতে দেন নি, শক্ত করে ধরে রেখেছিলেন। তখন সপ্তাহে বুধবার ও বৃহস্পতিবার আশ্রমিক ছুটি থাকত, সেই দুদিন আমি ভোরের ট্রেন ধরে আসতাম আন্টির কাছে নাচ শিখতে, নাচ শিখতাম, রান্না শিখতাম আরও কতকি। আর সারাদিন আন্টির পেছন পেছন ঘুরে বেড়াতাম। আমি একা থাকতে পারিনা বলে সন্ধ্যে বেলা আন্টি যেখানে যেখানে বেড়াতে যেতেন সঙ্গী হতাম আমি। নাচ শিখে পরেরদিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার বিকেলের ট্রেন ধরে আবার শান্তিনিকেতন। এই ছিল মাছের মুইঠ্যা, মোটর শাক, আসামের টেঙা, মণিপুরের হাঙ্গাম, ইরোম্বা, চামপুট আর ক্যারামেল পুডিং আরও কতোও কি। মাঝে মাঝে কেউ আমার রান্নার প্রশংসা করলে আন্টি বলতেন" নাচ ছাড়া শ্রীদাত্রী রান্নাটাই মন দিয়ে শেখে"।

আজ লিখতে বসে আজ কত কথা মনে হচ্ছে। আন্টি শুধু নাচ নয় , মানুষ তৈরী করেন। ঠিক কে ঠিক আর ভুল কে ভুল বলাটাও মানুষের যে কর্তব্য সেটা আন্টি আমাকে বুঝিয়েছেন।
একবার শান্তিনিকেতনে পরীক্ষা নিতে গেছেন আন্টি, আন্টি জানতেন না সেটা আমাদের পরীক্ষা ছিল, সংগীত ভবনে গিয়েই দেখেন আমি অন্যদের তিলক কাটছি। তখন আন্টি জিজ্ঞেস করলেন আজ তোমাদের পরীক্ষা নাকি? হ্যাঁ বলাতেই তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পরীক্ষা বন্ধ করে দিলেন ,আর বললেন নিজের ছাত্রীর পরীক্ষা আমি নেবো না। আমরা বসে রইলাম সকাল 9টার জায়গায় দুপুর 12টায় পরীক্ষা শুরু হল ,জিতেন দা নিলেন আমাদের পরীক্ষা। শান্তিনিকেতনে পাঁচ বছরই আমি ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে বেরিয়েছি । আন্টি শুধু বলেন" আমি ভাগ্যিস কোনোদিন পরীক্ষা নেইনি, নাহলে সবাই বলতো ওইতো আন্টি ছিল বলে ও ফার্স্ট হয়েছে, তোমার কষ্টটা কেউ বুঝত না"। এই হলেন আমার আন্টি।এখন সত্যিই মনে হয় ভাগ্যিস আমি মণিপুরী নাচই শিখতে চেয়েছিলাম, তাই এমন একজন গুরু পেয়েছি আমার জীবন দর্শনে, আমার জীবনের গতিকে ঠিক জায়গায় বেঁধে দেওয়ার জন্য। এখন আমাদের একটাই দায়িত্ব নাচের স্কুলটাকে যেভাবে হোক ধরে রাখার। আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করবো আর জয়ী হব নিশ্চই।

MEITEI JAGOI
50TH
GLORIOUS YEAR

"মৈতৈ জগোই"

রিম্পা কাহার (ছাত্রী)

আমার মায়ের মুখে শুনেছি, আমি যখন খুব ছোট ছিলাম তখন থেকেই যেখানে গানের আওয়াজ কানে আসত তখনি তার তালে তালে নৃত্য করতে শুরু করে দিতাম। নৃত্যের প্রতি এতো আগ্রহ দেখে আমার মা ও বাবা বাড়ির কাছে এক নাচের স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। সেটি ছিল গুরু দেবযানী চালিহার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র "মৈতৈ জাগোই(Meitei Jagoi)"। তখন আমার বয়স মাত্র ৭ বছর। সেই সময় থেকেই আমি গুরু দেবযানী আন্টির কাছ থেকেই মণিপুরী নৃত্যের প্রশিক্ষণ নিতাম। শুরুর দিকে মৌলিক ব্যায়াম,তাল,লয়,ছন্দ এবং পুং এর তালের সথে সাথে দৌড়ানো, 'ডাইনে যাবো বাঁয়ে যাবো ' নাচ ও নানান ছোটদের নৃত্য প্রথম দিকে শিখেছিলাম এবং সেগুলি করতে বেশ ভালো লাগত। সর্ব প্রথম যখন আমি মঞ্চে অনুষ্ঠান করেছিলাম তখনকার কথা আমার তেমন ভাবে কিছু মনে নেই, তবে বাড়ির ফটো অ্যালবামে দেখেছি হলুদ ফানেক, লাল জামা, মাথায় হলুদ ফুল, গলায় হার ও হাতে চুরি। ছবিগুলি দেখে খুব ভালো লাগে। তারপর মণিপুরী গানের নাচ " নাচেবালা" গানের নাচ, "হিংসুটে দৈত্য", "চন্ডালিকা" নৃত্যনাট্য-তে অংশগ্রহণ করেছিলাম। এমন ভাবেই আন্টির সান্নিধ্যে- ছত্রছায়ায় বেশ অনেক গুলি বছর কাটিয়ে কিছুটা বড়ো হলাম সেই সময় মণিপুরী নৃত্যের বিষয় কিছু ধারণা তৈরি করতে পেরেছিলাম। আর পরের দিকে আন্টির নাচের স্কুলে আমার নৃত্যশিক্ষা দিতেন রিঙ্কি মাহাতো দিদি যিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ড.সুমিত বাসুর তত্ত্বাবধানে মণিপুরী নৃত্যে ডক্টরেট উপাধি পেয়েছেন। এই মণিপুরী নৃত্য শিক্ষার বিষয় আমি বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছি। আমার নৃত্য শিক্ষিকা রিঙ্কি দিদির কাছ থেকে। এই সময় আমি মণিপুরী নৃত্য কৃষ্ণনর্তন করার সুযোগ পেয়েছিলাম কৃষ্ণর ওই নটবর বেশ প্রথম পরতে পেরে সে এক আলাদাই অনুভূতি হয়েছিল। এমন ভাবেই প্রতি বছর বার্ষিক অনুষ্ঠানে নতুন নতুন নাচ যেমন- দশাবতার, মন্দিরা নর্ত্তন, রাস শিখতে পেরেছি। ঠিক এমন ভাবেই প্রতি বছর আমরা সকলে মিলে অতি আনন্দ সহকারে নৃত্যানুষ্ঠান করে থাকি। এই বছর (২০২৩ সালে) আমাদের প্রতিষ্ঠান "মৈতৈ জগোই" ৫০ বছর পূর্ণ হতে চলেছে এতে আমরা সকলে খুব আনন্দিত। আমার এই প্রতিষ্ঠানে আসার শুরু থেকে আজ পর্যন্ত দেবযানী আন্টির কাছ থেকে যেটুকু শিক্ষা আমি অর্জন করেছি তা আমার কর্মজীবনে সাফল্য অর্জন করতে সাহায্য করবে এবং বর্তমানে আমি যাতে মনিপুরী নৃত্য বিষয় আরো বিশেষ ভাবে শিখতে ও জানতে পারি সেই পথ দেখিয়েছেন। আন্টির ভালোবাসা ও আশীর্বাদে আজ আমি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীত ভবনে স্নাতক স্তরে মণিপুরী নৃত্য বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করছি।

50
GOLDEN YEARS

Talking about my dance teacher, Debjani madam. (Guru Debjani Chaliha)

By Pallabee Dasgupta. M.A in Dance from
Rabindra Bharati University

MEITEI JAGOI
50TH
GLORIOUS YEAR

I came in touch of madam at 3rd standard in my school where my Mother also worked as a teacher, first time I got the magical touch of my madam and danced under her choreography, the day I realised that she is such a genius and the very next moment I decided to join her and got admitted in her dance school. Every weekend we visited to our dance teacher's residence and practiced dance after that we used to see some folktale in her television although we went through some competition and our madam distributed prizes to us. My dance teacher is the person whose talent imposed me to be a dancer and made me passionate about dance. After completing higher secondary examination I took my graduation in dance from RBU. She guided me a lot by virtue of her I got my first scholarship from centre of cultural resource and training. Till date my dance teacher trained me. Still she rectifies me if I do any mistake I really admire her she helped me to get my master degree in dance not only that till now she stands beside me without her patting I could not be able to reach towards my target, although I thank to almighty without his blessing I can't find this "Guru Ma".

50
GOLDENYEARS

METEI JAGOI
GLORIOUS
50TH YEAR

মৈতেই জাগোই ও আমি

তপোব্রত চ্যাটার্জী, গবেষক বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

দেবযানী দি বা মৈতেই জাগোই এর সমন্ধে বলার আগে আমাকে একটু পিছিয়ে যেতে হবে সংগীত ভবনের দিনগুলোতে। ২০১১ এর সেপ্টেম্বর মাসে আমি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত ভবনে মনিপুরী নৃত্য নিয়ে স্নাতক স্তরে ভর্তি হই। সেই সময়ে ড. সুমিত বসু সংগীত ভবনের সহকারী অধ্যাপক এবং বর্তমানে আমার গবেষণা সংক্রান্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক, একটি নৃত্য বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করেছিলেন। সেই খানেই আমার প্রথম আলাপ হয় গুরু দেবযানী চালিহার সঙ্গে। এরপরেও বেশ কিছু সেমিস্টারে দিদি আমাদের এক্সটার্নাল এক্সামিনার হিসেবে এসেছিলেন। সেই সময় পরীক্ষা নিয়ে বেশি মনোনিবেশ করার কারনে দিদির সঙ্গে বিশেষ কিছু কথাবার্তা হত না। ২০১৬ সালে মনিপুরী নৃত্য নিয়ে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করার পর আমি গবেষণা সংক্রান্ত বিষয়ের তথ্য অনুসন্ধান করার জন্য কলকাতাতে আমার দাদার কাছে এসে থাকতে শুরু করি। যেহেতু আমার গবেষণার বিষয়টি কলকাতা কেন্দ্রিক তাই এখানে থেকে কাজ করার সিদ্ধান্ত আমি নি। সেই সময় আমি মনিপুরী নৃত্য নিয়ে চর্চা করার জন্য কলকাতার গল্ফ ক্লাব রোডে অবস্থিত মৈতেই জাগোই নামক সংস্থাতে ভর্তি হই। পূর্বে যে মানুষটিকে আমি এক্সটার্নাল এক্সামিনার হিসেবে দেখেছিলাম সেই মানুষটির কাছ থেকে মনিপুরী নৃত্যের তালিম নেওয়া একটা অন্যরকমের অনুভূতির সৃষ্টি করেছিল।

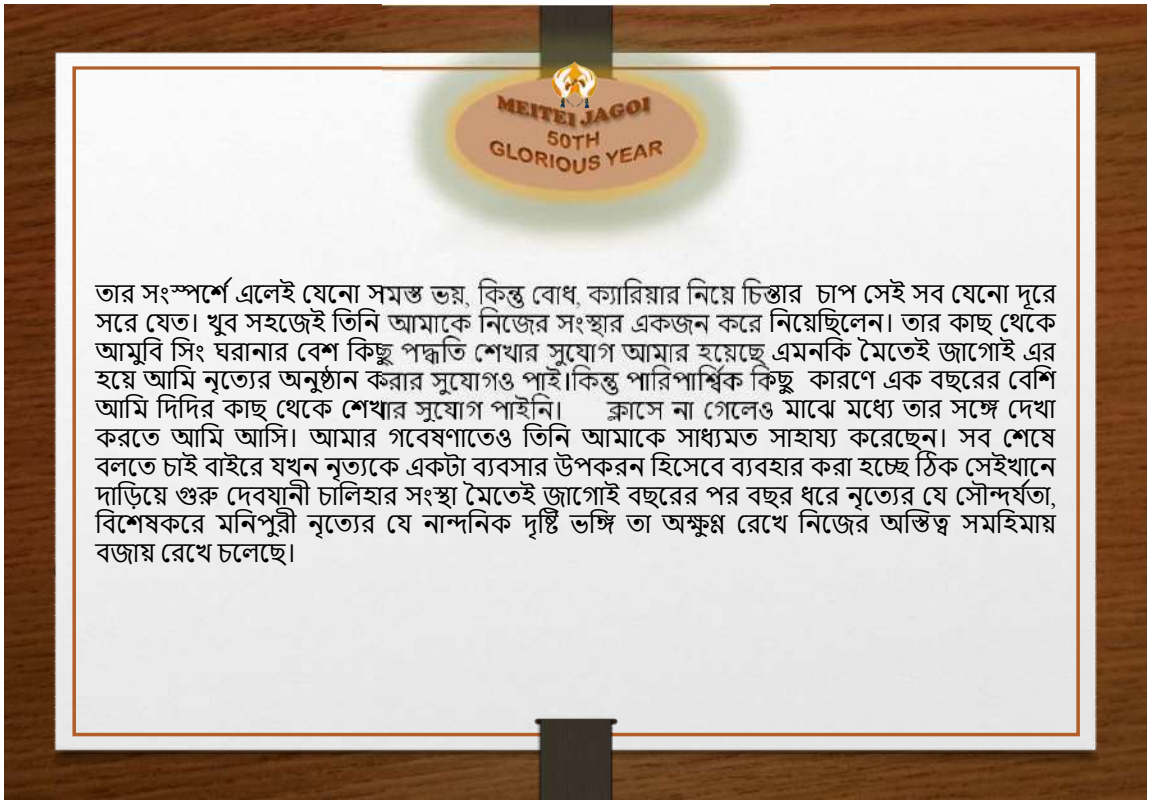

তার সংস্পর্শে এলেই যেনো সমস্ত ভয়, কিন্তু বোধ, ক্যারিয়ার নিয়ে চিন্তার চাপ সেই সব যেনো দূরে সরে যেত। খুব সহজেই তিনি আমাকে নিজের সংস্থার একজন করে নিয়েছিলেন। তার কাছ থেকে আমুবি সিং ঘরানার বেশ কিছু পদ্ধতি শেখার সুযোগ আমার হয়েছে এমনকি মৈতেই জাগোই এর হয়ে আমি নৃত্যের অনুষ্ঠান করার সুযোগও পাই।কিন্তু পারিপার্শ্বিক কিছু কারণে এক বছরের বেশি আমি দিদির কাছ থেকে শেখার সুযোগ পাইনি। ক্লাসে না গেলেও মাঝে মধ্যে তার সঙ্গে দেখা করতে আমি আসি। আমার গবেষণাতেও তিনি আমাকে সাধ্যমত সাহায্য করেছেন। সব শেষে বলতে চাই বাইরে যখন নৃত্যকে একটা ব্যবসার উপকরন হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে ঠিক সেইখানে দাড়িয়ে গুরু দেবযানী চালিহার সংস্থা মৈতেই জাগোই বছরের পর বছর ধরে নৃত্যের যে সৌন্দর্যতা, বিশেষকরে মনিপুরী নৃত্যের যে নান্দনিক দৃষ্টি ভঙ্গি তা অক্ষুণ্ন রেখে নিজের অস্তিত্ব সমহিমায় বজায় রেখে চলেছে।

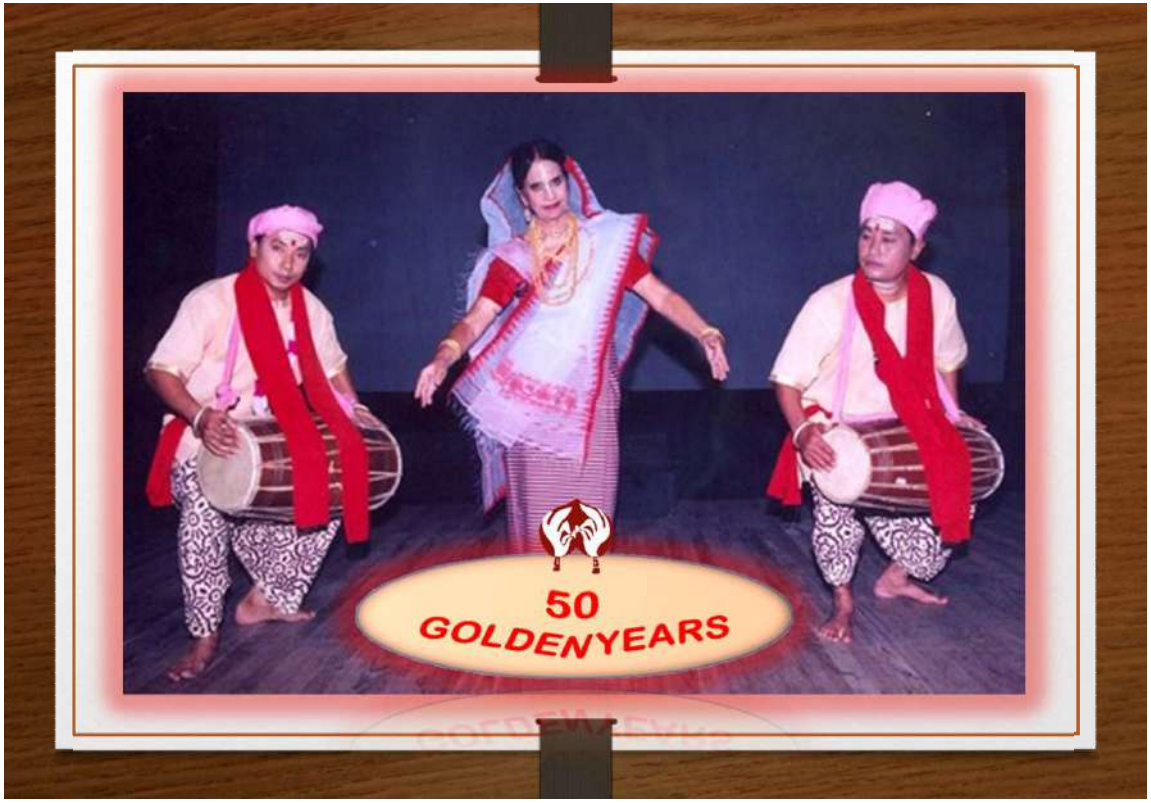
50
GOLDENYEARS

50
GOLDEN YEARS

মন্‌জুলিকা সেনগুপ্ত (ছাত্রী)

মৈতৈই জগোই ও আমি নাচের সাথে আমার যোগ ছোট থেকেই। ছন্দ তাল লয় এই তিনের সমন্বয়ে নৃত্য আমার শরীরে সহজাত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যা হয়, নিজের সংসারে প্রবেশ করার পর নাচের সাথে আমার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়। যদিও নাচের প্রতি ভালোবাসাটা রয়েই গেছিল। তাই, আবার একদিন জীবনচক্রে ঘুরতে ঘুরতে এসে পৌছাই মৈতেই জগোই.. স্কুল অব গুরু দেবযানী চালিহা নাচের স্টুডিও তে। এ যেন আমার আর এক স্বপ্নপূরণ। প্রথম দর্শনেই দেবযানীদিকে দেখে গভীর শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে এলো। মিষ্টি মধুর সম্ভাষণে উনি আমাকে আপন করে নিলেন। ফর্টি সিক্স উদয় শঙ্কর সরণীতে ওনার নাচের স্টুডিও দেখে মন আনন্দে নেচে উঠলো। আদর্শ গুরু যা কে বলে উনি যেন তার প্রতিমূর্তি । এর আগেও আমি নাচের সুত্রে অনেক গুরুর সঙস্পর্শে এসেছি। কিন্তু উনি সম্পূর্ণ আলাদা। উনি প্রচারবিমুখ। ওনার মতে নৃত্যপরিবেশনা নিজের আনন্দের জন্য। এতেই শিল্পীর পরিপূর্ণতা। উনি জোর দেন পারফেকশনের ওপর। যতক্ষণ না একটা স্টেপ পারফেক্ট হচ্ছে উনি শিখিয়ে যান হাসিমুখে। নাচ হোলো স্বাভাবিক হাটাচলাকে ছন্দের মাধ্যমে শৈল্পিক হাটাচলা করে তোলা। তাই নাচের পাশাপাশি তার বোল আয়স্হ করা বা হাতে দেখানো, মুদ্রা শেখা সব ই নাচের অঙ্গ।

MEITEI JAGOI
50TH
GLORIOUS YEAR

যাইহোক শুরু হোলো আমার মনিপুরী নৃত্যশিক্ষা। ছোট থেকেই মনিপুরী নৃত্যের চলন ভঙ্গী রাধা কৃষ্ণের রাস তার পবিত্র ভাব এবং সর্বোপরি এই নাচের পোষাক "কামিল" আমাকে আকৃষ্ট করতো। ছোটোবেলায় মনিপুরী কিছুটা শিখেছিলাম। কিন্তু তার সাথে এই নাচের ভঙ্গী, পদক্ষেপ, হাতের বিন্যাস অনেক আলাদা। ক্রমেই দেবযানী দির সান্নিধ্যে মনিপুরী নৃত্য ও মৈতেই জগোই র অনেক ইতিহাস জানতে পারি। জানতে পারি উনি নৃত্যগুরু শ্রীউদয়শঙ্করের আশীর্বাদ ধন্যা। ওনার গুরু নৃত্যগুরু মাইস্নাম অমুবী সিঙ এর কথা। যার একটি তৈলচিত্র আমাদের নাচের ক্লাসে শোভা পায়। মনিপুরী নাচ বিশেষত মন্দির প্রাঙ্গণের নাচ। গুরু অমুবী সিঙ তাকে সেখান থেকে বের করে শুধুমাত্র শিল্পের খাতিরে মনচে পরিবেশনার উপযুক্ত করে তোলেন। এবং মনিপুর রাজ্যের বাইরে এই নাচের প্রসার ঘটে। মৈতেই মানে মনিপুরী আর জগোই মানে নৃত্য। মৈতেই জগোই এই প্রতিষ্ঠানটির স্কুল আকারে জন্ম হয় উনিশশো একাত্তর সালে। এখানে যেসব শিশু দের প্রতিভা আছে কিন্তু আর্থিক অবস্থা ভালো না দেবযানী দি নিজে তাদের শেখাতেন। উনি রবীন্দ্র ভারতী ও শান্তিনিকেতন উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত বলে প্রায় ই ওনাকে সেসব জায়গায় যেতে হোতো। আমি ও এক দুবার ওনার সাথে গেছি। উনি সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতেন। এইভাবে নাচের জগত ছাড়াও ওনার সামাজিক সাংস্কৃতিক জগতের সাথে আমি ও পরিচিত হই। 2018 সালে ওনার জীবনের ওপর একটা ডকুমেন্টারি ফিল্ম তৈরী হয়। "A silent journey of rhythm" আমার সৌভাগ্য হয়েছে আই. সি.সি.আরে সেই বিশেষ অনুষ্ঠানের সাক্ষী হবার।

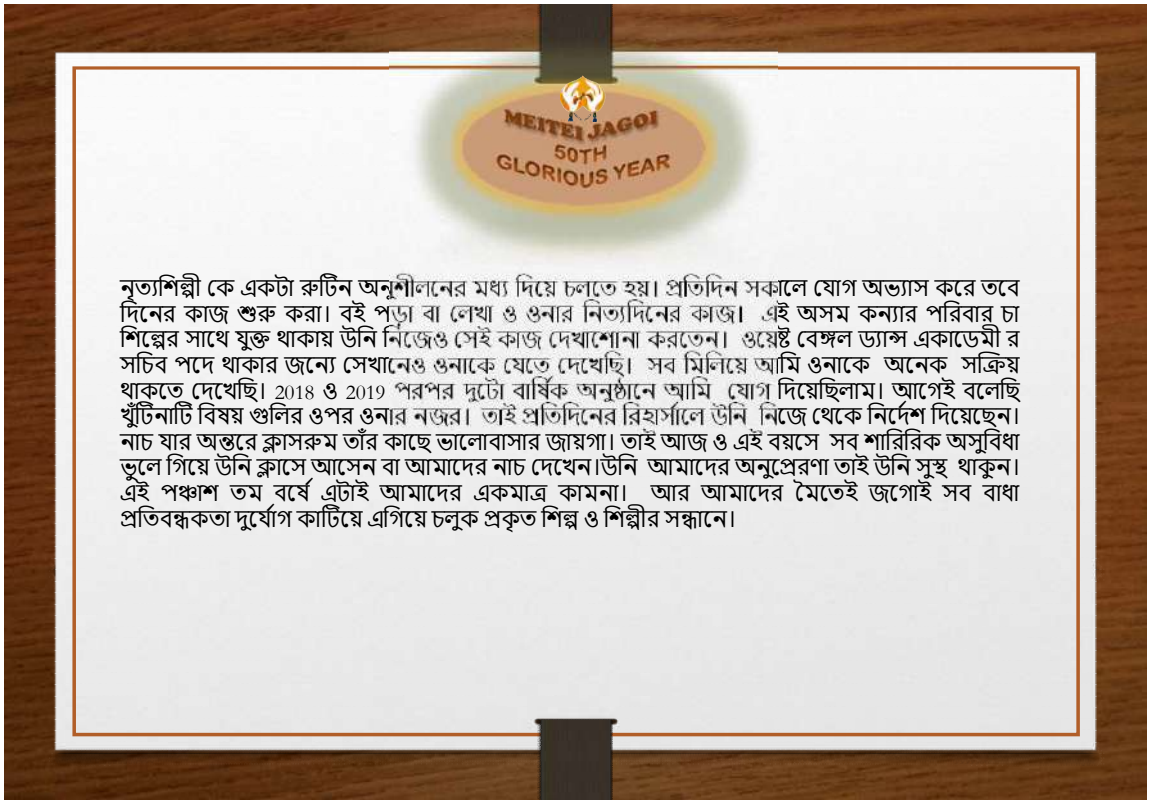

নৃত্যশিল্পী কে একটা রুটিন অনুশীলনের মধ্য দিয়ে চলতে হয়। প্রতিদিন সকালে যোগ অভ্যাস করে তবে দিনের কাজ শুরু করা। বই পড়া বা লেখা ও ওনার নিত্যদিনের কাজ। এই অসম কন্যার পরিবার চা শিল্পের সাথে যুক্ত থাকায় উনি নিজেও সেই কাজ দেখাশোনা করতেন। ওয়েষ্ট বেঙ্গল ড্যান্স একাডেমী র সচিব পদে থাকার জন্যে সেখানেও ওনাকে যেতে দেখেছি। সব মিলিয়ে আমি ওনাকে অনেক সক্রিয় থাকতে দেখেছি। 2018 ও 2019 পরপর দুটো বার্ষিক অনুষ্ঠানে আমি যোগ দিয়েছিলাম। আগেই বলেছি খুঁটিনাটি বিষয় গুলির ওপর ওনার নজর। তাই প্রতিদিনের রিহার্সালে উনি নিজে থেকে নির্দেশ দিয়েছেন। নাচ যার অন্তরে ক্লাসরুম তাঁর কাছে ভালোবাসার জায়গা। তাই আজ ও এই বয়সে সব শারিরিক অসুবিধা ভুলে গিয়ে উনি ক্লাসে আসেন বা আমাদের নাচ দেখেন।উনি আমাদের অনুপ্রেরণা তাই উনি সুস্থ থাকুন। এই পঞ্চাশ তম বর্ষে এটাই আমাদের একমাত্র কামনা। আর আমাদের মৈতেই জগোই সব বাধা প্রতিবন্ধকতা দুর্যোগ কাটিয়ে এগিয়ে চলুক প্রকৃত শিল্প ও শিল্পীর সন্ধানে।

ANNUAL DAY
10th of January, 2018
50
GOLDEN YEARS

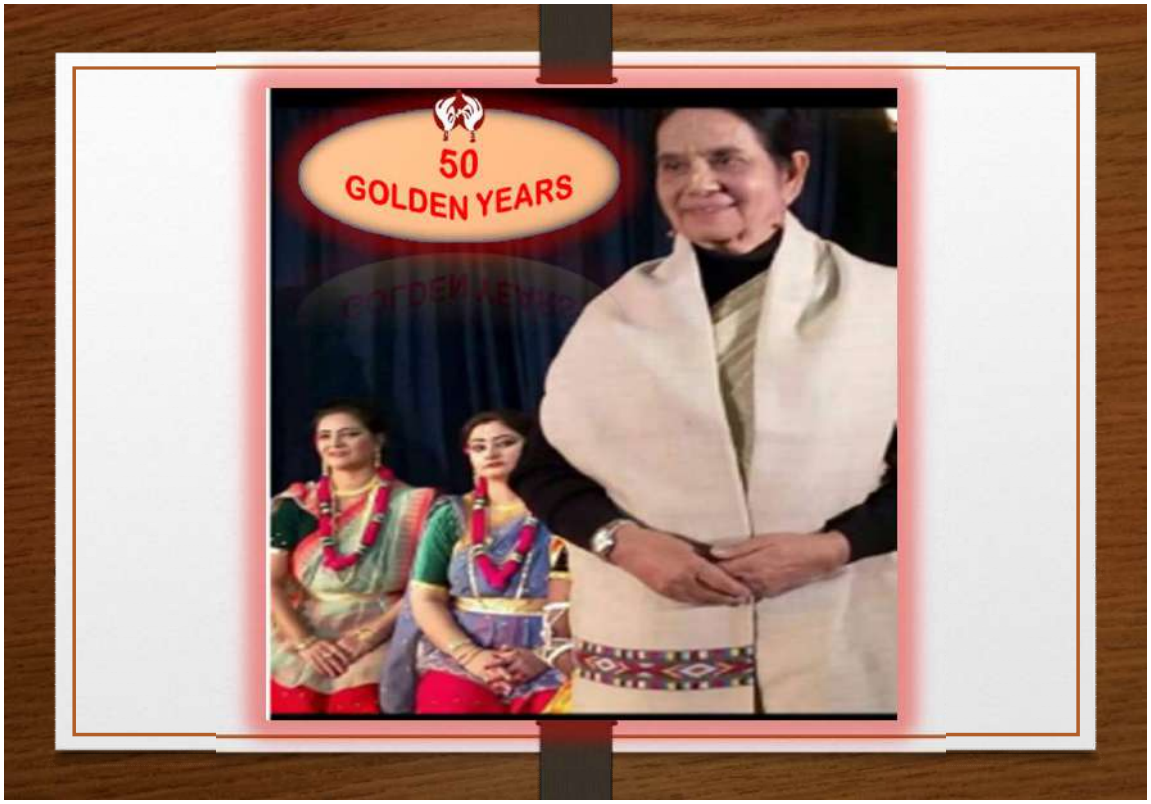
50
GOLDEN YEARS

50
GOLDENYEARS

50
GOLDENYEARS

MEITEI JAGOI
50TH
GLORIOUS YEAR